52

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

অভিন্ন প্রশ্নপত্রঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

আমাদের নির্বাচনী পরীক্ষা চলার মাঝখানে যখন ঘোষণা শুনলাম চার বোর্ডের প্রশ্নপত্র একটা হবে তখন সঙ্গত দাবীতেই পরীক্ষা বর্জন করিলাম সবাই। আমরা পূর্বের নিয়মেই পরীক্ষা দিবার সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছি। এমতাবস্থায় এই ঘোষণা আমাদের মনের উপর এমন প্রভাব ফেলিয়াছে যে পড়াশোনা করিবার সামান্য ইচ্ছাও নাই। আমাদের দেশের মতো গরীব দেশের এরকম হটহাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ কি আদৌ কল্যাণকর? এখন প্রশ্নপত্র একটি হইলে অনেক সমস্যা দেখা দিবে। যেমন এক বোর্ডের জন্য বইয়ের যেসব অধ্যায় বা প্রশ্ন গুরুত্ব অন্য ৩ বোর্ডের জন্য তা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাজেই নূতন প্রশ্নপত্রের উত্তরদানে সঠিক সাজেশন না পাবার ফলে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই অকৃতকার্য হইবে। আমরা যে সাজেশনে প্রস্তুতি নিয়েছি তা বাদ দিয়া সম্পূর্ণ নতুন সাজেশনে উত্তরদানের জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন। নূতন প্রশ্নপত্রে বই-এর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রশ্ন করা হইবে। যাহা আমাদের অজানা। উত্তরদানে শুধু ছাত্ররা কেন অনেক শিক্ষকও ব্যর্থ হইবেন। পরিশেষে দেখা যাইবে নকল প্রবণতার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইলে তা হবে আমাদের হতাশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ জীবনের অশনিসংকেত স্বরূপ।

তাই শিক্ষামন্ত্রণালয় তথা শিক্ষামন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ চার বোর্ডের প্রশ্নপত্র পৃথক করিয়া পূর্বের নিয়মেই পরীক্ষা নিন এবং আগামী বছর অর্থাৎ ৯৭ সন হইতে এই নীতি চালু করুন। নতুবা নূতন প্রশ্নপত্রের জন্য আন্তঃবোর্ড কর্তৃক সাজেশন প্রদান করুন এবং পরীক্ষা কিছুদিন পিছাইয়া দিন।

গাইবান্ধা কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে–

❑ মোঃ মোস্তফা আলী সরকার
দ্বাদশ, বিজ্ঞান বিভাগ।